গাংনীতে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে কৃষি পুনর্বাসনের আওতায় রবি মৌসুমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়।

গতকাল সোমবার দুপুরে গাংনী উপজেলা সম্মেলন কক্ষে এ বিতরণী অনুষ্ঠান উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজামান খোকন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম এ খালেক।

কৃষি অফিসার কে এম শাহাবুদ্দিন’র স্বাগত বক্তব্য শেষে প্রধান অতিথি মোহাম্মদ সাহিদুজামান খোকন বলেন, সরকার সার বিক্রিতে ভর্তুকী দিচ্ছে। কিন্তু তারপরেও সারের দাম বেশি নিচ্ছে ডিলাররা। ব্যবসায়ীরা সরকারের টাকাও নিচ্ছে আবার কৃষকের টাকাও নিচ্ছে। দ্রুত এ সমস্যার সমাধান করতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে নির্দেশনাও দেন তিনি।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোঃ রাসেল রানার পরিচালনায় অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, গাংনী মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, আওয়ামী লীগ নেতা শহিদুল ইসলাম ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজামান মনি প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সরিষা, ভুট্টা, বোরো ধান, গম, মুগ ও পেঁয়াজ চাষের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪ হাজার ৯শ ১০ জন কৃষকের মাঝে এসব কৃষি সামগ্রী বিতরণ করা হয় ।

মেহেরপুরে হেরোইনসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরে দশ গ্রাম হেরোইন সহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। সোমবার রাতে মেহেরপুর সদর উপজেলার হরিরামপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলো, হরিরামপুর গ্রামের দবির উদ্দিনের ছেলে আমিনুল ইসলাম(৩২) ও একই গ্রামের মিনারুলের ছেলে সাকিল হোসেন(২০)। এস আই মুক্ত রায় এর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। এছাড়াও তাদের বিরুদ্ধে আরও ৫ টি মাদক মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে আজ আরও ৩ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুর নতুন করে আরও ৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে দুই জন সদরের, একজন মুজিবনগর উপজেলার।

সোমবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘন্টায় ১৫ জনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টের মধ্যে পজেটিভ আসে ৩ জনের। আর নেগেটিভ আসে ১১ জনের।

তিনি আরো জানান, এ পর্যন্ত সর্বমোট ফলাফল এসেছে ৪৮২৫ টি,

সর্বমোট পজিটিভ ৭০৬ জন, সুস্থ ৬১৪ জন, মৃত্যু ১৬ জন ও ট্রান্সফার্ড ৫৪ জন।

বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ২২ (সদরে-১৩, গাংনীতে- ৪ ও মুজিবনগরে- ৫) জন।

ভিন্নসূত্রে পাওয়া পজেটিভদের পরিচয়- মেহেরপুর সদরের তাঁতী পাড়ার খন্দকার মনিরুল ইসলাম(৫৯), বড় বাজারের খাইরুল আলম(৬৪), অপর জন হলেন মুজিবনগরের আনোয়ার(৫৯)।

নিয়ত’র নিয়তই কালোবাজারী ও মাদক ব্যবসা

নিয়ত আলী। ভালোর বিপরীতে মন্দ নিয়তে তিনি কালোবাজারী, মাদক ব্যবসা করে এখন হয়েছেন বহু সম্পদের মালিক। আর সেটা বোঝাতে বছর দুয়েক আগে সেজেছেন গরুর খামারি। পাশাপাশি করেন বীজ উৎপাদনের জন্য চাষবাসও। কিন্তু তার মূল পেশা হচ্ছে কালোবাজারি। মাদকসহ ভারতীয় বীজ এনে নিজের উৎপাদিত বীজ বলে চালিয়ে দেন। এমন অভিযোগ উঠে এসেছে মেহেরপুর প্রতিদিন এর অনুসন্ধানীতে। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাসহ বিভিন্ন জনের সাথে কথা বলে এ তথ্য উঠে এসেছে।

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের নিয়ত আলী বসবাস করতেন ভারতের ব্রম্মানগরে। বছর ১৫ আগে ভাই অম্মত ও পিতা আলিহিনসহ বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামে বসবাস শুরু করে। নিয়ত আলীর পিতা আলিহিনকে আলী ডাকাত বলেই সবাই চিনতো।

কয়েক বছর আগে পিতা আলিহিন অরফে আলী ডাকাত ভারতীয় গরু পাচার করতে গিয়ে বিএসএফ’র গুলিতে নিহত হন। এরপর মুজিবনগরের আনন্দবাস গ্রামে বসতি তৈরি করেন নিয়ত ও তার ভাই অম্মত আলী। আনন্দবাস গ্রামে মহিষ চুরি করে জনরোষে পড়ে অম্মত আলী পুনরায় ফিরে যান ভারতের ব্রম্মানগরে। বর্তমানে সে সেখানেই বসবাস করছেন।

জানা গেছে, নিয়ত আলী বাংলাদেশ-ভারত উভয় দেশের নাগরিক। সেই সুবাদে দু-দেশে অবাধ বিচরন নিয়ত আলীর। ভারতে অবস্থানরত ভাই অম্মতের সহোযোগীতাই ব্রম্মানগর সীমান্ত দিয়ে গড়ে তুলেছেন মাদক চালানের চক্র। বীজ ও গরু ব্যবসার আড়ালে চালিয়ে যাচ্ছে মাদকের রমরমা ব্যবসা। প্রশাসন ও গোয়েন্দা নজরদারিতে থাকলেও ধরা পড়েনি কোন দিন। চুয়াডাঙ্গার কার্পাসডাঙ্গা ও দামুড়হুদার মাদক ব্যবসায়ীদের সাথে আতাত করে চলে তার ব্যবসা। ফেন্সিডিল, গাঁজাসহ মাঝে মধ্যে অস্ত্র চোরাচালানের সাথেও জড়িত বলে জানা গেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ নেতা জানান, নিয়ত আলী এ দেশে যখন আসে তখন কিছুই ছিলনা। এখন প্রচুর টাকার মালিক। মাদক ব্যবসা করতে গিয়ে বর্তমান ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন তাকে আশ্রয় প্রশয় দেন, এমনকি মাদক ব্যবসার সাথে তিনি শেয়ারও আছেন। তবে মাদকের ব্যবসা করলেও নেতারা আশ্রয় দেওয়ায় ধরা পড়ে না।

স্থানীয় আরো কয়েকজন জানান, নিয়ত আলী ক্ষমতাসীনদের ছত্রছায়ায় চালিয়ে যাচ্ছে মাদকের ব্যবসা। দশ বছর আগে যে নিয়তের হাত-পা ছাড়া সম্পদ বলতে কিছুই ছিল না সেই নিয়তের এখন কোটি টাকার সম্পদ। এক সময় অন্যের জমিতে কাজ করে ও ভারতীয় মালামাল কালোবাজারির মাধ্যমে এদেশে এনে করে সংসার চালাতো নিয়ত আলী। পরে মাদক চালানের সাথে জড়িয়ে রাতারাতি বনে গেছে কোটিপতি। আলিসান বাড়ি, দুইটি মটরসাইকেল, একটি ট্রাকটরসহ হয়েছেন বেশ কিছু সম্পদের মালিক।

এ বিষয়ে নিয়ত আলীর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তিনি সাংবাদিক পরিচয় পেয়ে কথা বলতে চাননি। তার সাথে কথা বলতে কয়েকদিন আনন্দবাস গ্রামে যাওয়ার পরও সাংবাদিক পরিচয় দেওয়ায় তিনি আত্মগোপনে চলে যান। এমনকি কোন অপরিচিত মোবাইল নম্বর থেকে ফোন দিলেও ফোন রিসিভ করেননি।
বাগোয়ান ইউনিয়নের আনন্দবাস গ্রামের ৯ নং ওয়ার্ড সদস্য জাকির হোসেন জানান, নিয়ত আলী বিভিন্ন দুই নাম্বার ব্যবসার সাথে জড়িত। তার নেটওয়ার্ক অনেক দূর। এ বিষয়ে এর বেশি কথা মোবাইলে বলা যাবে না।

বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান ও আনন্দবাস গ্রামের বাসিন্দা আয়ুব আলী জানান, নিয়ত আলী এর আগে টুকটাক মাদকের ব্যবসা করতো। কিন্তু বছর দুয়েক হলো সে গরুর ফার্ম করেছে। এর আড়ালে কোন কিছু করে কিনা আমার জানা নেই। তাকে নিয়ে জড়িয়ে যারা কথা বলেছেন, তারা ঠিক বলেননি। একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে চোর, ডাকাত, সাধু সন্ন্যাসী

সকল শ্রেণীর মানুষকে নিয়েই চলতে হয়।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাসেম আলী জানান, মাদক ব্যবসার সাথে জড়িতরা কেউ রেহাই পাবে না। আজ না কাল তাকে ধরা পড়তেই হবে। তাছাড়া সীমান্ত এলাকায় আইনের কিছু বাধ্যবাধকতা থাকা আমরা অনেক কিছু চাইলেও করতে পারিনা।

মেহেরপুরে আরও ৩ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুর নতুন করে আরও ৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে দুই জন সদরের, একজন গাংনী উপজেলার।

রবিবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘন্টায় ১২ জনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টের মধ্যে পজেটিভ আসে ৩ জনের। আর নেগেটিভ আসে ৯ জনের।

তিনি আরো জানান, এ পর্যন্ত সর্বমোট নমুনা পাঠানো হয়েছে-৪৯০৬ ফলাফল এসেছে ৪৮১০ টি, সর্বমোট পজিটিভ ৭০৩ জন, সুস্থ ৬১৪ জন, মৃত্যু ১৬ জন ও ট্রান্সফার্ড ৫৪ জন।

বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ১৯ (সদরে-১২, গাংনীতে- ৪ ও মুজিবনগরে- ৪) জন।

ভিন্নসূত্রে পাওয়া পজেটিভদের পরিচয়- মেহেরপুর সদরের খন্দকার পাড়ার সাজিবুর রহমান(২১), আমঝুপির লাইলী(৬৮), অপর জন হলেন গাংনীর হাড়িয়াদহের শামিম রেজা(৩৫)।

মেহেরপুরে শোলমারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে মতবিনিময় সভা

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। করোনা পরিস্থিতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা গুলো সভায় আলোচনা করা হয়।

সভায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহাবুব রহমান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মাহফুজুল হোসেন। এসময় তিনি বলেন, গত ১৭ মার্চ থেকে করোনার প্রাদুর্ভাবে বিদ্যালয় গুলো বন্ধ আছে। কবে নাগাদ খুলবে এটাও নিশ্চিত না। এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে রাখতে হবে। প্রতিনিয়ত তাদের খোঁজ খবর নিতে হবে। বাল্য বিয়ে প্রতিরোধে সবাইকে কাজ করতে হবে। আগামীতে যারা এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিবে, তাদের জন্য অনলাইনের মাধ্যমে ক্লাস নিতে হবে। সেই সাথে ৬-৯ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে যে এ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হচ্ছে সেগুলো যথাযথভাবে সকল শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জেলা প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী পরিদর্শক ওয়াসিম আকরাম, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার আনারুল ইসলাম, বিদ্যালয়ের এডহক কমিটির সদস্য মশিউর রহমান, শিক্ষানুরাগী সদস্য আবু হানিফ পল্টুসহ বিদ্যালয়ের সকল সহকারী শিক্ষক।

মেপ্র/এমএফআর

গাংনীর চৌগাছায় পাখিভ্যান চাপায় শিশু নিহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চৌগাছা গ্রামে ব্যাটারি চালিত পাখিভ্যান চাপায় হুজাইফা (৩বছর) নামের এক শিশু নিহত হয়েছে। আজ রোববার সকাল দশটার দিকে শিশুটি রাস্তা পারাপারের সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনায় পাখিভ্যান উল্টে চালক আহত হয়েছেন। তবে তিনি ভ্যান ফেলে পালিয়ে যাওয়ায় তার পরিচয় নিশ্চিত হতে পারেননি স্থানীয়রা।

নিহত হুজুাইফা চৌগাছা নুরবাগ মাদ্রসার সহকারি পরিচালক ও স্থানীয় জামে মসজিদের ঈমাম শফিকুল ইসলামের ছেলে। তার বাড়ি সাতক্ষীরা। চাকুরির সুবাদে তিনি চৌগাছায় ভাড়া বাড়িতে বসবাস করেন।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, সকালে হুজাইফা গাংনী-কাথুলি সড়কের পাশে বাড়ির পাশে শিশুদের সাথে খেলছিল। রাস্তা পারপারের সময় সাহারবাটি থেকে গাংনী গামী যাত্রী বোঝাই একটি পাখিভ্যানে চাপা পড়ে সে। এতে ঘটনস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান বলেন, মরদেহ ও দুর্ঘটনা কবলিত ভ্যান পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। ভ্যান চালককে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

মেহেরপুরের গাংনীতে ট্রান্সফর্মার চোর আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে ট্রান্সফর্মার চোর আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ। গতকাল শনিবার দুপুরের দিকে হারেজ মালিথা আটক করে গাংনী থানা পুলিশ। তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী আরও চার জন কে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, কুষ্টিয়া জেলার বড় বাজার এলাকার ঘোড়া ঘাট এলাকার

মৃত চাঁদ মালিথার ছেলে হারেজ মালিথা(৫২), ত্রিমোহনী এলাকার মৃত রওশন শেখের ছেলে নুর ইসলাম(৬০), ভেড়ামারার মো: ভাদু মেথের ছেলে মো: আব্দুল শেখ(৪৫), হরিপুরের মৃত ছামসুদ্দিন ইসলামের ছেলে আনারুল ইসলাম(৩৬), দৌলতপুরের লক্ষী খোলার মৃত আজির উদ্দিনের ছেলে মজির উদ্দিন(৫০)।

আটককৃতদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ চুরিকৃত ট্রান্সফর্মারের কয়েল উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক মূল্য তিন লক্ষ টাকা।

গাংনী থানার ওসি ওবায়দুর রহমান জানান, গোপন সংবাদের ভৃত্তিতে বিশেষ এক অভিযানে ট্রান্সফর্মার চোরের মূল হোতা হারেজ কে আটক করা হয়। পরে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বাকিদের আটক করতে সক্ষম হন গাংনী থানা পুলিশ।

তিনি আরও জানান, হারেজ উদ্দিন দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে ট্রান্সফর্মার চুরির সাথে জড়িত। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলাও আছে। তারা অভিনব কায়দায় ট্রান্সফর্মার চুরি করে, তারের কয়েল গুরো আলাদা করে সবজির গাড়িতে করে বিভিন্ন স্থানে পাঠাত।

আটককৃতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে কোর্টে পাঠানো হবে।

প্যানেল পূর্ণাঙ্গ হয়নি ক্ষমতাসীনদের, সাবেক সেক্রেটারী স্বতন্ত্র সভাপতি

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৭ নভেম্বর শুক্রবার। প্রতি নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ ও জাতীয়তাবাদী আইনজীবী পরিষদ এই দুটি প্যানেল থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

কিন্তু এবারের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ থেকে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল দিতে পারেনি আইনজীবীরা। ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের লক্ষে নির্বাচনে ১১ জনকে দিয়ে প্যানেল দিতে হয়েছে।

অপরদিকে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী পরিষদ ১৫টি পদেই প্যানেল দিয়েছে।

এছাড়া মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক পিপি অ্যাড. মিয়াজান আলী একক ভাবে সভাপতি পদে নির্বাচন করছেন।

বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদে প্রার্থী হয়েছেন, তারা হলেন-সভাপতি পদে শাজাহান আলী, সহ-সভাপতি নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা, সাধারণ সম্পাদক এ কে এম আছাদুজ্জামান, যুগ্ম-সম্পাদক কে এম নুরুল হাসান(রঞ্জু), শাহরিয়ার মাহমুদ শাওন, কোষাধাক্ষ্য সিরাজুল ইসলাম, পাঠাগার ও সাংস্কৃতি সম্পাদক রোকেয়া খাতুন, নির্বাহী সদস্য পদে রুত শোভা মন্ডল, নাগিব মাহফুজ জুয়েল ও সেলিম রেজা।

জাতীয়তা বাদী আইনজীবী পরিষদে সভাপতি পদে আনোয়ার হোসেন, সহ-সভাপতি আদিল করিম, রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ফরিদ উদ্দিন, যুগ্ম-সম্পাদক রফিকুল ইসলাম-২, মিজানুর রহমান, কোষাধাক্ষ্য এহান উদ্দিন মনা, পাঠাগার ও সাংস্কৃতি সম্পাদক এ এস এম হাসানুল্লাহ, নির্বাহী সদস্য হাসান মাহবুবুর রহমান, মোখলেসুর রহমান খান স্বপন, আরিফুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম (সাহেব), শফিউল আযম খান বকুল, সেলিম রেজা গাজী ও খুরশিদা খাতুন। এছাড়া একক সভাপতি হিসেবে অ্যাড. মিয়াজান আলী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দি¦তা করছেন।

আইনজীবী সমিতির বর্তমান সভাপতি অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন জানান, গত ১৫ নভেম্বর মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল। সেখানে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী পরিষদ থেকে ১৫ জন এবং বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ থেকে ১৫ জন মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন। এছাড়া সভাপতি পদে অ্যাড. মিয়াজান আলী একক প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন। ১৯ নভেম্বর চুড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাড. বিমল কুমার রায়। তখন জানতে পারি আওয়ামী সমর্থিত প্যানেল চারজন সদস্য প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী অ্যাড. আসাদুজ্জামান জানান, অ্যাড. মিয়াজান আলী প্রার্থী হওয়ায় দলীয় কোন্দল সৃষ্টি হয়। যে কারণে চারজন সদস্য প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ফলে ১১ জনকে নিয়েই নির্বাচন করতে হচ্ছে।

একক সভাপতি প্রার্থী অ্যাড. মিয়াজান আলী বলেন, রাজনীতির মত করে

আইনজীবী সমিতিকেও দ্বিখণ্ডিত করার চেষ্টা করছেন কিছু আইনজীবীরা। ফলে নির্বাচনে আমিসহ অ্যাড. ইয়ারুল ইসলামের সাথে বসার কথা বলেও তারা বসেননি। যার ফলে একক ভাবে সভাপতি প্রার্থী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

প্রসঙ্গত, আগামী ২৭ নভেম্বর মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ৮টায় শুরু নামাযের বিরতি দিয়ে বিকাল ৪টায় ভোট গ্রহণ শেষ হবে। এবার ১২৩ জন ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

আগে ঘুষ, পরে কাজ

অতিরিক্ত টাকা বা ঘুষ ছাড়া কোন কাজই হয় না গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে। সরকারি ধার্যকৃত টাকার বাইরেও বিভিন্ন খাতের অযুহাতে নেওয়া হচ্ছে অতিরিক্ত টাকা। টাকা দিতে না চাইলে হয়রানি করা হচ্ছে সেবা গ্রহীতাদের। নকল নবিশ, মহুরী ও অফিস সহকারীদের ব্যবহার করা হচ্ছে এই অতিরিক্ত অর্থ আদায়ে।

এছাড়াও দলিল প্রতি প্রায় ৫’শ টাকা অতিরিক্ত দিতে হয় বলেও জানা গেছে। এমনকি মুজিববর্ষ পালনের নামেও অতিরিক্ত আরও ১শ টাকা নেওয়া হচ্ছে সেবা গ্রহীতাদের কাছ থেকে। আদায়কৃত টাকাগুলো সাব-রেজিস্টারসহ সকল কর্মচারী ও উপর মহলের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করা হয়। সম্প্রতি ঘুষের টাকা বণ্টনে বৈষম্য থাকায় সাব-রেজিস্টারের সাথে দু‘একজন অধিনস্থ কর্মচারীর মধ্যে মনোমালিন্যর ঘটনাও ঘটেছে।

মেহেরপুরের মুজিবনগর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের নকল নবিশ রতনকে জেলা রেজিস্টারের অনুমতি ছাড়া গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে দায়ীত্ব পালন করানো হচ্ছে। ওই নকল নবিশের কথাতেই উঠতে বসতে হয় অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের। গাংনী সাব-রেজিস্ট্রিার মাহফুজ রানার নেতৃত্বেই এই কাজ হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে অনেকে।

গাংনীর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের ঘুষ বন্ধের জন্য এর আগে নাগরিক কমিটি গঠিত হয়। এর আগে গাংনী সাব রেজিস্টার অফিসে দুর্নীতির প্রতিবাদে এই কমিটি জমি রেজিস্ট্রি অনির্দৃষ্টকালের জন্য বন্ধ

করে দিয়েছিল। পরে জনসমাবেশ করে সাবেক সাব-রেজিস্টার আব্দুর রশিদ মন্ডলকে ঘুষ না খাওয়ার অঙ্গিকার করে নেয় এলাকাবাসি। চলতি বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি যোগদান করেন বর্তমান সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানা। এরপর থেকেই নিজের মত কৌশলে চালিয়ে যাচ্ছে ঘুষ বাণিজ্য।

এনিয়ে দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় “গাংনীতে সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ, দলিল প্রতি ঘুষ নেন কমপক্ষে ৩৫০ টাকা, কখনও তার বেশি” শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশও হয়। তারপরও থামেনি তার ঘুষ নেওয়া। জানা গেছে, বিভিন্ন মহলকে ম্যানেজ করে চালিয়ে যাচ্ছেন অবাধ ঘুষ বাণিজ্য।

কয়েকজন ভুক্তভোগী জানান, নিয়ম অনুযায়ী প্রতি লাখে পৌর এলাকার জন্য লাখে সাড়ে ৮ হাজার। পৌর এলাকার বাইরে হলে লাখে সাড়ে ৬ হাজার টাকা রেজিস্ট্রি ফিস নেয়ার কথা। কিন্তু বিভিন্ন খাতের কথা বলে অতিরিক্ত নেয়া হচ্ছে লাখে এক হাজার থেকে দেড় হাজার টাকা। টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে বিভিন্ন হয়রানি হতে হয়েছে। পরে বাধ্য হয়ে টাকা দিতে হয়েছে। জমি ক্রয় বিক্রয়ে জনদুর্ভোগের শিকার হতে হয়েছে আমাদের।

কয়েকজন দলিল লেখক জানান, লাইসেন্স নবায়ন বাবদ তাদের কাছ থেকে জেলা রেজিস্টারের নামে অতিরিক্ত টাকা নিয়েছেন বর্তমান সাব রেজিস্টার মাহফুজ রানা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অফিসের এক দলিল লেখক জানান- এখানকার অসাধু কর্মচারীরা ডিআর (জেলা রেজিস্টার) মহোদয়ের অডিট ব্যয়, নজরানা ও দলিল ফাইলিংয়ের নামে দলিল প্রতি ৩৫০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা, মসজিদ উন্নয়ন বাবদ ৫০ টাকা, ও নকল সরবরাহের জন্য এক হাজার টাকা থেকে দেড় হাজার টাকা, হেবা দলিল রেজিস্ট্রিতে ১৫শ টাকার স্থলে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা নেয়া হয়।

হেবা দলিল সম্পাদনে এক এর অধিক খতিয়ান হলে প্রতি খতিয়ান বাবদ আরও এক হাজার করে টাকা নেয়া হয়। নাম্বারিং দলিলে ২হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করছে। জমির শ্রেণি পরিবর্তন করে দলিল সম্পাদনে টাকা নেয়ারও অভিযোগ সাব-রেজিস্টারের উপরে। এছাড়াও টাকার বিনিময়ে জমি খারিজ ছাড়াও দলিল রেজিস্ট্রি হয় বলে জানাগেছে।

গাংনী সাব রেজিস্ট্রি অফিসের একজন জানান, বণ্টননামা এবং অসিয়ত দলিলের মূল্যের উপরও অফিসকে অতিরিক্ত ঘুষ দিতে হয়। দলিলের ও খারিজের মূল কপি ছাড়া দলিল করতে আসলে সাব রেজিস্টারকে পাঁচ হাজার

টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয় । এসএ এবং আরএস খতিয়ানের সার্টিফিকেট কপি জেলা প্রশাসকের রেকর্ড রুম থেকে সংগ্রহ করার পরও দলিল করতে গেলে ‘এটি ঠিক নয়’ জানিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা নেয়া হয়। এদিকে লাইসেন্স বাতিলের ভয়ে দলিল লেখকরা টাকা দিতে বাধ্য হয়েছেন বলেও জানান।

কমিশনের (অফিসের বাইরে গিয়ে দলিল সম্পাদন) সরকারি ফি ৩০০ টাকা (উপজেলার মধ্যে)। কিন্তু সাবরেজিস্টার নেন ৩ হাজার টাকা। ঢাকা, অন্য কোনও জেলা কিংবা বিভাগের বাইরে কমিশনের মাধ্যমে দলিল হলে সরকারি ফি’র ১০গুণ বেশি টাকা নেন সাব-রেজিস্টার। এই দলিল লেখক জানান, সাব রেজিস্টার এখনও দলিল সম্পর্কে অভিজ্ঞ নন।

মুজিবনগর অফিসের নকল নবিশ রতন ‘দলিল ঠিক আছে’ এমন নিশ্চিত তথ্য দেবার পরেই তিনি দলিল সনাক্ত করেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, গাংনী রেজিস্ট্রি অফিসের নকল নবিশের সাথে আর্থিক লেনদেনে বিরোধ হবার কারণে তাকে মুজিবনগর রেজিস্টি অফিসে পাঠিয়েছেন। আর আজ্ঞাবহ হওয়াতে রতনকে মুজিবনগর থেকে পুনরায় গাংনী অফিসে নিয়ে এসেছেন সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানা। যা জেলা রেজিস্টার জানেন না।

ভুক্তভোগী অনেক দলিল লেখক জানান, দলিল সম্পাদনকালে দলিলে ভুল-ত্রুটি ধরে তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হয়। ভুল-ত্রুটি ধরার পর টিসি মোহরার (ট্যাক্স কালেকটর মোহরার) আজাদ ও নকল নবিশ রতনের হাতে অতিরিক্ত টাকা না দিলে সম্পাদনে অপারগতা জানান সাব রেজিস্টার।

এছাড়াও সাংবাদিকদের সাথে খারাপ আচরণের অভিযোগও রয়েছে এই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে।

এ বিষয়ে গাংনী সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি অফিসে গিয়ে কথা বলতে বলেন।

জেলা রেজিস্টার সাইফুল ইসলাম জানান, গাংনী সাব রেজিস্টারের নামে অভিযোগ আসতেই আসছে। লিখিত অভিযোগ না পাওয়াতে কোন পদক্ষেপ নিতে পারেন না। মুজিবনগরের নকল নবিশ গাংনীতে দায়ীত্ব পালনের বিষয়টি তার জানার বাইরে বলে জানান। তবে তিনি বিষয়টি দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান।